যিকির সহকারে নাত পরিবেশন

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

যিকির সহকারে নাত পরিবেশন

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিজের আখিরাতের মঙ্গল করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন যে, (সকল ওযীফা, দোয়া পাঠ করা ছেড়ে দেবো আর) আমি আমার সম্পূর্ণ সময় দরূদ পাঠ করাতে অতিবাহিত করবো। তখন **তাজেদারে মদীনা হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এটা তোমার চিন্তা ভাবনাকে দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৬৫)**

তেরে ইক ইক আদা পে এ্যয় পেয়ারে, সু দরূদেঁ ফিদা হাজার সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নাত পরিবেশন করা উচ্চ মর্যাদার বিষয়। ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নাত শরীফ পরিবেশন করা এবং শুনা আখিরাতের সাওয়াবের মাধ্যম এবং কল্যাণ ও বরকত লাভের উপায়। কিন্তু সকল ভাল কাজের কিছু আদব থাকে, এমনিভাবে নাত পরিবেশন করাতেও আদব রয়েছে। নিঃসন্দেহে সে বড়ই সৌভাগ্যবান, যার সুন্দর কণ্ঠের নেয়ামত অর্জিত হয়েছে এবং সে তা শতভাগ সঠিক ব্যবহার করে একনিষ্ঠতা সহকারে নাত পরিবেশন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের এখানে অনেক সুন্দর কণ্ঠের নাত পরিবেশনকারী كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى রয়েছেন, যারা আশিকানে রাসূলের অন্তরকে জাগিয়ে তোলেন এবং তাদেরকে **ইশকে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ব্যাকুল করে তোলেন। **হে আল্লাহ্! প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সানা খাঁদের (নাত পরিবেশনকারীদের) বদনযর, যশখ্যাতি ও সম্পদের ভালবাসা থেকে হিফাযত করো। **হে আল্লাহ্!** তাদেরকে এবং তাদের সদকায় আমি গুনাহগারের সর্দার অধম আত্তারকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। **হে আল্লাহ্!** উম্মতে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাত করো।

তু বে হিসাব বখশ কেহ হে বে হিসাব জুরম,
দে-তা হোঁ ওয়াস্তা তুঝে শাহে হিজায কা।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সিনেমার গানের খেয়াল!

কিছুদিন ধরে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তা হলো, বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে যিকিরুল্লাহ্ সহকারে ইকু সাউন্ডে অনেকটা এভাবে নাত পরিবেশন করা হয় যে, শ্রবণকারীর মনে হয় যেন মিউজিক সহকারে নাত শরীফ পাঠ করা হচ্ছে বরং যাদের নাত পরিবেশনের দিকে মনোযোগ থাকে না এবং তারা যদি মোটামুটি ভাবে যিকির সহকারে নাত শরীফের আওয়াজ শুনে, তবে সম্ভবত এটাই মনে করবে যে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ্!) গান বাজছে। এই বিষয়টি আশিকানে রাসূলের জন্য কত বড় কষ্টকর বিষয় যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত শরীফকে শুধুমাত্র পরিবেশনকারীর পরিবেশনের ধরণের কারণে কেউ সিনেমার গান বলে মনে করছে!

আল্লাহ্, আল্লাহ্ কে নবী চে, ফরিয়াদ হে নফস কি বদী চে।
ঈমাঁ পে মওত বেহতর আওঁ নফস, তেরী নাপাক যিন্দেগী চে।

বর্জন করা কখন উত্তম?

প্রচলিত যিকির সহকারে নাত পরিবেশন করা বৈধ ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মাঝে মতানৈক্য চলছে। অনেকে মুবাহ (জায়িয) বলছেন এবং অনেকে বলছেন না-জায়িয ও হারাম। যদি কখনো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে নিরাপত্তা হলো বেঁচে থাকাতেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

যেমনিভাবে **আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেয়ামত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ৮ম খন্ডের ৩০৩ পৃষ্ঠায় বলেন: "যখন কাজটি সুন্নাত ও মাকরূহ হওয়াতে সন্দেহ হয়, তবে তা বর্জন করা উত্তম।" আপনারা দেখলেন তো! সুন্নাত ও মাকরূহ হওয়াতে ওলামায়ে কিরামের মাঝে যখন মতানৈক্য হয়ে যায়, তখন তা বর্জন করা উত্তম। আর যেখানে মুবাহ ও হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, সেখানে বেঁচে থাকা কেন উত্তম হবে না! এটা তো আমলে সতর্কতার একটি পর্যায় এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির আকাংখীদের আর কোন দলীলের প্রয়োজনও নাই।

নবী কি নাত কি মাহফিল সাজানা হাম না ছোড়েঙ্গে,
ইয়ে না'রা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ লাগানা হাম না ছোড়েঙ্গে।

মুসলমানদেরকে ঘৃণা থেকে বাঁচান

ফিকহী মাসয়ালায় ওলামায়ে কিরামগণের মতানৈক্য কোন নতুন বিষয় নয় এবং এতে কোন দোষের কিছু নেই কিন্তু "**প্রচলিত যিকির সহকারে নাত পরিবেশন**" কমপক্ষে পাকিস্তান, ভারত,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" **(ইবনে আ'দী)**

বাংলাদেশের অধিবাসিদের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি এবং এর কারণে সর্ব সাধারণের মাঝে একটি দলের উদ্বেগ রয়েছে। যখন এমন কোন কাজে মুসলমানের মধ্যে ঘৃণার অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকে, আর যা করা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়, তবে সেই কাজটি বর্জন করতে হবে, যদিওবা উত্তম ও মুস্তাহাব হয়ও। যেমনিভাবে এক জায়গায় আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুসলমানদের ঐক্যের গুরুত্বকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেন: "মানুষের মনতুষ্টি এবং ঐক্য রক্ষা করার জন্য উত্তমকে বর্জন করা মানুষের জন্য জায়িয, যেন মানুষের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে না যায়, যেমনিভাবে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইতুল্লাহ্ শরীফের দালানকে এই জন্যই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন, যেন মুসলমান হওয়ার কারণে কোরাইশরা এর নতুন ভিত্তির উপর করা নির্মাণকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখে। তাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার মাধ্যমকে প্রাধান্য দেন।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা)**

ত্বরীকে মুস্তফা কো ছোড়না হে ওয়াজহে বরবাদি,
ইচি চে কওম দুনিয়া মে হোয়ী বে-ইক্তিদার আপনি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আঙ্গুল তোলার কারণ সমূহ হলো মাকরূহ

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অপর এক স্থানে মুসলমানদের মাঝে অভ্যন্তরিন অসন্তুষ্টি এবং আলাদা দল বানানো থেকে বাঁচানোর জন্য লিখেন: "আরো একটি বিষয় মনে রাখা উচিৎ যে, নিজের দেশ এবং শহরে সাধারণ মুসলমানের যে প্রকাশ্য অবস্থা এবং যে পদ্ধতি রয়েছে তা ছেড়ে অন্য কোন প্রকাশ্য অবস্থা, যা খ্যাতি এবং আঙ্গুল তোলার কারণ হয়, তবে তা অবলম্বন করা মাকরূহ। সুতরাং ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: নিজের শহরের অভ্যাস এবং পদ্ধতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া যশ-খ্যাতির কারণ এবং মাকরূহ।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)**

মে ওহ শায়ের নেহী কেহ চাঁন্দ কেহদোঁ উনকে চেহরে কো,
মে উন কে নকশে পা পর চাঁন্দ কো কোরবান করতা হোঁ।

ফিতনার আশঙ্কা হলে মুস্তাহাব বর্জন করতে হবে

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে মুস্তাহাব কাজ করার ব্যাপারে আরযী পেশ করা হলো, যেহেতু সেই যুগে ঐ মুস্তাহাব কাজ করতে ভারতে ফিতনার সম্ভাবনা ছিলো সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেখানে এই রেওয়াজ রয়েছে সেখানে মুস্তাহাব, এই দেশে (ভারতের বিভিন্ন শহরে) এর (নাম ও) নিশানও নাই, যদি কেউ করে তবে মূর্খ লোকেরা হাসবে আর শরীয়াতের মাসয়ালায় হাসা হচ্ছে নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করা,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

তাই এখানে এতে আমল করার প্রয়োজন নাই। নিজে একটি মুস্তাহাব বিষয়ে আমল করা এবং মুসলমানদেরকে এমন কঠিন বিপদে (অর্থাৎ শরীয়াতের মাসয়ালায় হাসার আপদে) পতিত করা পছন্দনীয় নয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

ইলাহী দেয় মেরে দিল কো গমে ইশক,
নাশাতে দাহার চে হো জাওঁ নাখোশ।

সুসংবাদ শুনাও, ঘৃণা ছড়াইও না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপস্থাপিত অংশবিশেষ থেকে اَظْهَر مِنَ الشَّمْس (অর্থাৎ সূর্যের চেয়েও বেশি প্রকাশিত) হলো যে, মানুষের প্রচলিত পদ্ধতি, যাতে শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা নাই, তা থেকে সরে গিয়ে এমন যেকোন কাজ না করা, যাতে মানুষের মনে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে বরং **যেকোন মুস্তাহাব কাজ দ্বারাও যদি মুসলমানদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়, ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে, অসন্তুষ্টি এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয়, লোকেরা আস্থাহীন হয়ে পড়ে তবে মুসলমানদের মনতুষ্টির উদ্দেশ্যে সেই মুস্তাহাবকে বর্জন করতে হবে। মুসলমানদের ঘৃণা ও আতঙ্ক থেকে বাঁচানো খুবই প্রয়োজন।** যেমনিভাবে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا অর্থাৎ সুসংবাদ শুনাও এবং (মানুষদের) ঘৃণা ছড়ায়ও না।" (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শিক্ষণীয় বাণী হলো: "মুসলমানদের অভ্যাসের পরিপন্থী কাজ করা এবং ভীতি প্রদর্শন করা জায়িয নেই।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)**

শব ভর সোনে হি সে গরয থি, তারোঁ নে হাজার দাঁত পিসে।
দিন ভর খেলো মে খাক উড়ায়ি, লাজ আয়ি না যররোঁ কি হাঁসি সে।

গুনাহের দরজা খুলে গেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচলিত **যিকির সহকারে নাত পরিবেশন** করা আমাদের এখানে মানুষের স্বভাব মোতাবেক নয়, তাইতো মুসলমানদের মাঝে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছে, ওলামায়ে কিরাম এবং জন-সাধারনের মাঝে ঘৃণার দেওয়াল সৃষ্টি হচ্ছে, পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও দ্বন্ধ শিকড় গজাচ্ছে, **গীবত, চোগলখুরি, অপবাদ লেপন, মনে কষ্ট দেয়া এবং কু-ধারণার এক তুফান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যার কারণে কবীরা গুনাহ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজের একটি বিরাট দরজা খুলে গেছে।**

দিল কে পপুলে জ্বল উঠে সীনে কি দাগ চে,
ইস ঘর কো আগ লাগ গেয়ী ঘর কে চেরাগ চে।

গুনাহের উপর আমল করা হারাম হওয়ার অবস্থা সমূহ

আহ! শয়তান নেকী সমূহের ভুল ধারণা দিয়েও কিরূপ ঘৃণিত খেল খেলে যে, মুসলমানদেরকে অনেক সময় নফলী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার মতো হারাম কাজের দিকে ঠেলে দেয়!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

ইসলামী শরীয়াত মুসলমানদের সম্মান প্রদানকারীদের উৎসাহিত এবং মুসলমানদের কষ্ট প্রদানকারীদের কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করছে। মুসলমানদের কষ্ট হলে সুন্নাতের উপর আমল করাও কিছু পরিস্থিতিতে হারাম হয়ে যায়। যেমন ফযর ও যোহরের নামাযে **তিওয়ালে মুফাসসাল** (সূরা হুজরাত থেকে শুরু করে সূরা বুরুজ পর্যন্ত তিলাওয়াত করাকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়) থেকে সম্পূর্ণ দু'টি সূরা প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এক একটি সূরা পড়া সুন্নাত। অপর এক বর্ণনানুযায়ী ফযর ও যোহরে সূরা ফাতিহা ছাড়াও সম্মিলিতভাবে চল্লিশ বা পঞ্চাশ অপর বর্ণনানুযায়ী ষাট থেকে একশত আয়াত। তবে কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি নামাযে উপস্থিত থাকে, যার দ্রুত করতে হয় আর দেরী হলে তার কষ্ট হবে, তবে এমন পরিস্থিতিতে কষ্ট অনুভূত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ কিরাত করা হারাম। আলোচ্য মাসয়ালা এবং এসম্পর্কে উল্লেখিত ব্যাখ্যা **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশনের বিধান বর্ণনা করার জন্য নয়, শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করার জন্য যে, আমাদের নাত পরিবেশনকারী ইসলামী ভাইয়েরা মুসলমানদের কষ্ট প্রদানের অপরাধ করছে নাতো। কেননা, অনেক সময় নেকীর কাজ মনে হওয়া বিষয়ও গুনাহের কাজ হয়ে থাকে, যা আমরা জানি না, যেমনটি **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩২৫ পৃষ্ঠায় বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

"এমনকি যদি হাজারো মানুষের জামাআত এবং ফযরের নামায আর অনেক সময়ও রয়েছে এবং জামাআতে ৯৯৯ জন ব্যক্তি চায় যে, ইমাম বড় বড় সূরা পড়ুক কিন্তু একজন ব্যক্তি অসুস্থ বা বৃদ্ধ বা কোন প্রয়োজনীয় কাজে যাবে, এতে দীর্ঘায়িত হলে তার কষ্ট হবে, তবে ইমামের জন্য হারাম যে, দীর্ঘায়িত করা বরং হাজারের মধ্যে এই একজনের সুবিধামতো নামায পড়াবে। যেমনিভাবে **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু সেই মহিলা এবং তার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ফযরের নামায **মুআওয়াজাতাইন** (অর্থাৎ সূরা ফালাক এবং সূরা নাস) দ্বারা পড়িয়ে দিয়েছেন এবং মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতি দীর্ঘায়িত করার কারণে খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি গাল মোবারক অসন্তুষ্টির কারণে লালচে হয়ে গিয়েছিলো এবং ইরশাদ করলেন: "তুমি কি মানুষদের ফিতনায় নিক্ষেপ করবে! তুমি কি মানুষদের ফিতনায় নিক্ষেপ করবে! তুমি কি মানুষদের ফিতনায় নিক্ষেপ করবে! হে মুয়ায? (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদেরকে ফিতনা থেকে বাঁচান

প্রিয় নাত পরিবেশনকারীরা! আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের মুখের নিরাপত্তা দান করুক। **আল্লাহ্**র দোহাই! মেনে নিন! এবং শুধু পুরোনো পদ্ধতিতে নাত পরিবেশন করুন। নিঃসন্দেহে দুনিয়ার কোন মুফতীয়ে ইসলাম প্রচলিত **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশনকে ওয়াজিব বলবে না, বড়জোড় মুবাহ (জায়িয) বলবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তবে যদিও কোন মুফতী সাহেব মুস্তাহাবও ঘোষণা করে দেয়, তবুও বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, এই মুস্তাহাব আমলকে বর্জন করতে হবে। কেননা, এতে মুসলমানদের মাঝে ঘৃণার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেছে এবং মুসলমানদেরকে ঘৃণা থেকে বাঁচাতে প্রয়োজনে মুস্তাহাব বর্জন করার বিধান রয়েছে। যেমনটি **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুসলমানদের মাঝে প্রেম ও ভালবাসার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি মাদানী নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "মুস্তাহাব কাজ করা এবং উচিৎ নয় এমন কাজ বর্জন করাকে সৃষ্টির মনতুষ্টি ও অন্যের সমর্থন করা থেকে উত্তম মনে করুন এবং ফিতনা, ঘৃণা, কষ্ট দেয়া ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা থেকে খুব বেশি করে বেঁচে থাকুন।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা) এই রযবী বাণীর পর **হুযুরে আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে মান্যকারীদের **যিকির সহকারে নাত শরীফ** পাঠ করা থেকে বেঁচে থাকাই উচিৎ, এই জন্যই যে, তাদের এই কাজ ফিতনা ও ঘৃণা এবং কষ্ট ও আতঙ্কের কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে আর আমি সগে মদীনা[১] عُفِيَ عَنْهُ এবং আরো অসংখ্য মুসলমানের এ কারণে খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। **আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই বাণীর সারমর্ম হচ্ছে: মুস্তাহাব আমলকেও যদি বর্জন করতে হয়,

---

(১) লিখক- শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজেকে সগে মদীনা বলে থাকেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তবে করে দাও কিন্তু মানুষের মনের খুশিকে প্রধান্য দাও এবং ফিতনা ও ফ্যাসাদের কারণ হওয়া থেকে দূরে থাকো। একে অপরের বিরুদ্ধে উদ্ধত্য বাক্য বিনিময় করে ফিতনা সৃষ্টিকারীকে **আল্লাহ্ তায়ালা**কে অনেক অনেক অনেক ভয় করা উচিৎ। আপনাদের কল্যাণ কামনার প্রেরণায় **হুযুরে আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি ফতোয়া আরয করছি। এই ফতোয়া আলোচ্য মাসয়ালার শরয়ী বিধান সাপেক্ষে নয় বরং ফিতনা সম্পর্কে নিজ নিজ সংশোধনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্যই। **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করে উদ্ধৃত করেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ৩০ পারার সূরা বুরুজের ১০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দিয়েছে মুসলমান পুরুষদের ও মুসলমান নারীদেরকে অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

এই আয়াতে মোবারকার আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এটাও বলেন: "মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ছড়ানো ব্যক্তি বড় অপরাধী,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

আলিমদের উচিৎ, এরূপ অপ্রয়োজনীয় মাসয়ালা বর্ণনা না করা, যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয়।" **(নুরুল ইরফান, ৯৭৫ পৃষ্ঠা)**

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ২১তম খন্ডের ২৫৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন: মুসলমানদের মাঝে শরীয়াত সম্মত বিনা কারণে মতানৈক্য ও ফিতনা সৃষ্টি করা শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করাই। (অর্থাৎ এমন লোক এই বিষয়ে শয়তানের প্রতিনিধি) হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "اَلْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ اَيْقَظَهَا অর্থাৎ ফিতনা ঘুমিয়ে আছে, একে জাগ্রতকারীর প্রতি **আল্লাহ্ তায়ালার** অভিশাপ।" **(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৭৫)**

ওলামাদের অপমান কুফরী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু অনেক ওলামায়ে কিরাম **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশন করাকে জায়িয এবং অনেকে মিউজিকের ন্যায় হওয়ার কারণে নাজায়িয ও হারাম বলে থাকে। আর নফস হলো পুরোপুরি সুবিধাবাদী, সে ঐ ফতোয়াই পছন্দ করে, যা নিজের অবস্থানকে সমর্থন করে, সুতরাং এই বিষয় থেকে **"উপকার গ্রহণ করে"** অভিশপ্ত শয়তান অনেক লোকের মুখ থেকে ওলামায়ে কিরামের অপমান মূলক বাক্য বের করিয়ে, ফালতু বকবক কারীদের সমর্থন করিয়ে তাদের ঈমান নিয়ে খেলার চেষ্টা করে থাকে এবং বেচারারা ঘুণাক্ষরে তা বুঝতেও পারে না। সুতরাং ঈমান হিফাযতের কল্যাণকামী প্রেরণায় এসম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(১) **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ২৩তম খন্ডের ৬৪৯ পৃষ্ঠায় বলেন: যেসকল সুন্নী বিশুদ্ধ আকিদার অনুসারী আলিমে দ্বীনগণ মানুষদের সত্যের দিকে আহবান করবে এবং সত্য বিষয়টি জানাবে, তারা **মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতিনিধি। তাঁদের অবজ্ঞা করা مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ **(আল্লাহ্র পানাহ!) মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অবজ্ঞা এবং **মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ঔদ্ধত্য আচরণ **আল্লাহ্র** অভিশাপ ও বেদনাদায়ক শাস্তির উৎস। **রাসূলূল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তির অধিকারকে হালকা মনে করো না, কিন্তু যারা মুনাফিক তারা প্রকাশ্য মুনাফিক। একজন সেই, যার ইসলামেই বার্ধক্য এসেছে, অপরজন জ্ঞানী, তৃতীয়জন ইসলামের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।" (আল মু'জামুল কবীর, ৮ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৭৮১৯। কানযুল উম্মাল, ১৬তম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৪৩৮০৪) (২) **"মৌলভী লোকেরা কি জানে"** এই (বাক্য) দ্বারা অবশ্যই ওলামাদের অবজ্ঞা করা হয় এবং ওলামাদের অবজ্ঞা করা কুফর। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা) (৩) ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: اَلْاِسْتِخْفَافُ بِالْاَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ অর্থাৎ সৈয়দ বংশীয় ও ওলামাদের অবজ্ঞা ও অপমান করা কুফরী। (মাজমাওল আনহুর, ২য় খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা) আলিমদের অবজ্ঞার অবস্থা সমূহ এবং তাদের সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি আলিমে দ্বীনকে এই জন্যই মন্দ বললো যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

তিনি "আলিম" তবে তো প্রকাশ্য কাফির এবং যদি আলিম হওয়ার কারণে তাঁর সম্মান করাকে ফরয জানে, কিন্তু নিজের দুনিয়াবী কোন শত্রুতার কারণে মন্দ বলে, গালি দেয় এবং অপমান করে তবে অকাট্য ফাসিক ও গুনাহগার আর যদি অকারণে বিদ্বেষ পোষন করে, তবে مَرِيْضُ الْقَلْبِ وَخَبِيْثُ الْبَاطِن অর্থাৎ রোগাক্রান্ত অন্তর এবং নাপাক বাতিনের অধিকারী এবং তার (অর্থাৎ অকারণে বিদ্বেষ পোষণকারীর) কাফের হওয়াতে সন্দেহ রয়েছে, "ব্যাখ্যা"য় রয়েছেঃ مَنْ اَبْغَضَ عَالِماً مِّنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيْفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ অর্থাৎ যে প্রকাশ্য কোন কারণ ছাড়াই আলিমে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে তার কুফরের ভয় রয়েছে।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)**

(ওলামাদের অবজ্ঞা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **"দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিচিতি"** রিসালার ২১ থেকে ২৬ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

মুঝ কো এয় আত্তার সুন্নী আলিমোঁ চে পেয়ার হে,
দো জাহাঁ মে اِنْ شَآءَ الله **আপনা বেড়া পার হে।**

মুসলমানদের মন খুশি করুন

এমন হলে কতই না উত্তম হতো যে, সবারই গ্রহণযোগ্য সেই পুরোনো ঐক্যমতের পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো, যেন আরো একবার সকল সুন্নী নাত পরিবেশন সম্পর্কে ঐক্যমত, আস্থাশীল এবং খুশি হয়ে যায় আর গুনাহ ও ঘৃণার এই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

মুসলমানদের সম্মান এবং মুসলমানদের মন খুশি করার গুরুত্বের অনুমান **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**র ৭ম খন্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই মোবারক ফতোয়া দ্বারা করুন। সুতরাং কিছুটা এরূপ প্রশ্ন হয়েছিলো যে, জামাআতের নির্দিষ্ট সময় হয়ে গেছে, এমন সময় আরো দু'চার জন নামাযী এসে গেলো কিন্তু তাদের ওযু করা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই জামাআত দাঁড়িয়ে গেলো। প্রশ্ন হলো তাদের জন্য অপেক্ষা করা উচিৎ কি না? এর উত্তর দিতে গিয়ে **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এই দু'চার জন ব্যক্তি, যারা পরে এসেছে এবং তাদের ওযু করার জন্য অপেক্ষা করলো না আর জামাআত শুরু করে দেয়া হলো। যদি এই লোকেরা মহল্লাবাসি না হয়, তারা সেই নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জানে না, যা মসজিদের আশেপাশের বাসিন্দারা নির্ধারণ করেছে (অর্থাৎ তাদের জামাআতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে জানা ছিলো না) এবং সময়ের স্বল্পতাও ছিলো না আর উপস্থিতিদের মধ্যে কারো দেরী হওয়াতে তেমন কোন সমস্যা ছিলো না, তবে এই পরিস্থিতিতে তাদের ওযু করা (থেকে অবসর হওয়া) পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিৎ ছিলো। **বিশেষকরে এরূপ অপেক্ষা না করার কারণে তাদের মনকষ্ট হয়। কেননা, বিনা কারণে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া খুবই কঠিন একটি বিষয়।**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

দু'চার মিনিটে ওযু হয়ে যেতো, এতে তাদের (দেরি করে আগতদের) একটি উপকার এবং নিজের (অর্থাৎ অপেক্ষাকারী ইমাম ও মুক্তাদীদের) তিনটি (উপকার), তাদের উপকার হলো যে, তাকবীরে উলা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) পেয়ে যেতো এবং নিজেদের প্রথম উপকার হলো যে, সেই (তাকবীরে উলার) ফযীলত পাওয়াতে মুসলমানের সাহায্য করা হলো এবং এর প্রতিদান খুব মহান।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:)

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নেকী ও পরহেযগারীতে একে অপরের সাহায্য করো।

এমনকি নামাযের মধ্যেও ইমামের উচিৎ যে, যদি রুকুতে কারো পায়ের আওয়াজ শুনে এবং তাকে না চিনে, তবে দু'এক তাসবীহ বেশি পাঠ করা, যাতে সে যোগ দিতে পারে, **দ্বিতীয়** (উপকার) এই অপেক্ষায় সেই মুসলমানের মন খুশি করা। অসংখ্য হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "ফরযের পর সকল আমলের মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো মুসলমানের মন খুশি করা।" (আল মু'জামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১০৭৯) **তৃতীয়** (উপকার, তার আসা পর্যন্ত নামাযে অপেক্ষা করার কারণে সাওয়াব অর্জিত হলো)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

যেমন- **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বাণী হলো: "নিশ্চয় তুমি নামাযেই রয়েছো, যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় রয়েছো।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬০০। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

সচ হে ইনসান কো কুছ খো'কে মিলা করতা হে,
আ'প কো খো'কে তুঝে পায়েগা জু ইয়া তেরা।

যিকির সহকারে নাত পরিবেশনেও তো মন খুশি হয়

প্রশ্ন: মজলিশের আয়োজক বা শ্রোতারা অনুরোধ করলে, তখন সেই মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে, তাছাড়া আধুনিক যুবকরা এই বাহানায় মাহফিলে এসে যাবে, এই কারণে যদি **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশন করা হয় তবে সমস্যা কি?

উত্তর: নিশ্চয় মুসলমানের মন খুশি করা, তাছাড়া আধুনিক যুবকদেরকে দ্বীনের নিকটবর্তী করা মহৎ কাজ, কিন্তু **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশন করাতে মুসলমানের মাঝে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছে যা খুবই মন্দ কাজ এবং মন্দের উপকরণ থেকে বাঁচার জন্য উত্তমতার উপরকরনের প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। একে সহজ ভাষায় এভাবে বুঝে নিন যে, যদি লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে সেই লাভ বর্জন করতে হবে। যেমনটি **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পবিত্র শরীয়াতের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَهَمٌّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ অর্থাৎ মন্দের কারণ সমূহ দূর করা, উত্তমতার উপকরণ অর্জন করা থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা)

আমি বুঝতে পারছি, যারা জায়িযের ফতোয়া প্রদান করেছেন, সেই ওলামায়ে কিরামদেরও যদি **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশনের কারণে সুন্নীদের মধ্যে জাগ্রত হওয়া ঘৃণা এবং বিদ্বেষের তুফান সম্পর্কে জানা হয়ে যায় বা তাঁদের খেদমতে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়, তবে তাঁরাও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে **যিকির সহকারে নাত পরিবেশন** করাকে এখন কখনোই অনুমতি দিবেন না।

নাত পরিবেশনকারীদের প্রতি করজোরে মাদানী অনুরোধ

আমার সু-ধারণা যে, প্রত্যেক সুন্নী নাত পরিবেশনকারী **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ভালবাসেন এবং সৌভাগ্যক্রমে **যিকির সহকারে নাত শরীফ** পরিবেশন কারীদের বেশির ভাগই **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সিলসিলায় বাইয়াতও গ্রহণ করেছেন আর সৌভাগ্যময় মুরীদের জন্য নিজ মুর্শিদের একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের পীর ও মুর্শিদ **হুযুরে আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি ইঙ্গিত নয়, অসংখ্য বাণী পাওয়া গেছে যার আলোকে **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশন বর্জন করা আবশ্যক হয়ে গেছে যে, এর কারণে শুধু ফিতনার সম্ভাবনা নয় বরং ফিতনা শুরুও হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

উম্মতের কল্যাণকামী প্রেরণায় আমার সকল নাত পরিবেশনকারীদের প্রতি করজোরে, পায়ে ধরে মাদানী অনুরোধ যে, কোন নাত পরিবেশনকারী ইসলামী ভাই ভবিষ্যতে যিকির সহকারে নাত পরিবেশন করবেন না। যদিওবা কোন **নাত পরিবেশনকারী** এমন থেকে থাকে, যে **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী সমূহ এবং **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের** বর্ণনাকৃত ব্যাখ্যায় মতানৈক্যের কারণে অথবা নিজের নফসের প্রতি বাধ্য হয়ে **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকে না, তবুও অন্যান্য নাত পরিবেশনকারী ইসলামী ভাইয়েরা তার সঙ্গ অবলম্বন করবেন না। তাকে বিভ্রান্তও করবেন না এবং তার মনে কষ্ট দেয়া থেকেও বিরত থাকুন। **যে সকল ইসলামী ভাইয়েরা ঘরে শুনার জন্য বা দোকানে ব্যবসার জন্য যিকির সহকারে নাতের ক্যাসেট রেখেছেন, তাদের প্রতিও মাদানী অনুরোধ যে, সামান্য সম্পদ নষ্ট হওয়াকে সহ্য করে এতে সাধারণ নাত বা বয়ান ডাব করিয়ে নিন এবং ফিতনা ও ফ্যাসাদের দরজা বন্ধ করতে আমাকে সাহায্য করুন।**

আভাবের দোয়া

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদের নাত পরিবেশনকারীদের প্রচলিত **যিকির সহকারে নাত** পরিবেশন থেকে বিরত থাকতে এবং ইসলামী ভাইদের এরূপ নাতের সকল ক্যাসেটে সাধারণ নাত বা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সুন্নাতে ভরা বয়ান ডাব করিয়ে নেওয়ার সৌভাগ্য দান করো। তাদের সকলকে এবং তাদের সদকায় আমি অধমকে[২] **আমাদের প্রিয় নবী, মদীনার তাজেদার, আমাদের মক্কী মাদানী সর্দার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বারবার দীদার নসীব করো, **হে আল্লাহ্** عَزَّوَجَلَّ! আমাদের কবরে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়া এবং হাশরের ময়দানে শাফায়াতের খয়রাত নসীব হোক, **হে আল্লাহ্** عَزَّوَجَلَّ! জান্নাতুল ফিরদাউসে আমাদের সকলকে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জীন্দেগী ভর ধুম নাতোঁ কি মাচাতে জায়েঙ্গে,
ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কা না'রা লাগাতে জায়েঙ্গে।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৮ই রজব ১৪২৭ হিজরি

(২) লিখক এখানে বিনয় বশতঃ নিজেকে পাপী ও বদকার বলেছেন, কিন্তু অনুবাদক লিখকের সম্মানার্থে সেই শব্দগুলো ব্যবহার করেননি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

নাত পরিবেশন ও দুনিয়াবী লোভ

যেখানে টাকার নোট ছড়ানো হয়, সেখানে নাত পরিবেশনকারীরা খুব গুরুত্ব সহকারে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত অবস্থান করা, কিন্তু গরীবদের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা। বিভিন্ন অযুহাত তৈরী করা অথবা গেলেও কিছু হাদিয়া তোহফা চাহিদামত না হওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা মারাত্মক হতভাগ্যতা এবং স্পষ্টত কোন ইখলাছই থাকলো না। যদি টাকা, খাবার বা উত্তম শিরনী পাওয়ার কারণে বিত্তশালীদের কাছে যায়, তখন সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর এই খাবার ও শিরনী সেটার প্রতিদান হয়ে যাবে। এমনিভাবে গরীবদের নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা, বিত্তশালীদের পিছনে পিছনে যাওয়া ইত্যাদি দ্বীনের ধ্বংসের কারণ। বর্ণিত রয়েছেঃ **"যে (ব্যক্তি) কোন ধনী লোকের সামনে তার সম্পদের কারণে বিনয় প্রকাশ করে, তবে তার ধর্মের দুই তৃতীয়ংশ নষ্ট হয়ে যায়।"** (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) অংশগ্রহণ না করার অজুহাতে মিথ্যা বাহানা করা যেমন দূর্বল হয়ে গেছি বা অসুস্থতা ইত্যাদি না হওয়া সত্ত্বেও আমি অসুস্থ, শরীর ভাল নেই, গলা নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি মুখে অথবা ইশারা ইঙ্গিতে বলা নিষেধ ও নাজায়েয এবং হারাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্** তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্বরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৩৫৪০৩৫৭৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net